দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...AUG. 2 ...1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

প্রশাসনিক সংস্কার ও সতর্কতা

গত শনিবার জনপ্রশাসন সংস্কার সংক্রান্ত এক সেমিনারে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ কিছু শক্ত কথা বলেছেন, যা জনপ্রিয় ধারার বিপরীত। দীর্ঘদিন থেকেই প্রশাসনিক সংস্কার বা বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। এ নিয়ে সভা-সেমিনারে বক্তারা সাধারণত সস্তা কথা বলে হাততালি পেতেই ভালবাসেন। সেই বিবেচনায় রাষ্ট্রপতির বক্তব্য কিছুটা ব্যতিক্রম বলেই প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেছেন, দেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার হাতে প্রথমেই খুব বেশি ক্ষমতা দিলে ক্ষমতার অপব্যবহার হতে পারে। তিনি চাকরির বয়সসীমা বাড়িয়ে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ করার কথাও বলেছেন। এডাব আয়োজিত সেমিনারে রাষ্ট্রপতি যে খাঁটি সত্য কথাটি বলেছেন তা হলো থানা পরিষদের হাতে পুলিশের দায়িত্ব ছেড়ে দিলে বিরোধীদলের সবাই গ্রেফতার হয়ে যাবে এবং ট্যাক্স আদায়ের দায়িত্ব পেলে নিজস্ব আত্মীয়স্বজনদের বাদ দিয়ে অন্যদের উপর কর বসাবে। এ আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক তা ভাবার কারণ নেই। তবে এই অজুহাত তুলে স্থানীয় সরকারের হাতে কোনরকম ক্ষমতা না দেয়ারও কোন যুক্তি নেই।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ সমস্যাটি দীর্ঘদিনের। বৃটিশ আমল থেকে এ পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে মৌলিক কোন পরিবর্তন হয়নি। যদিও প্রতিবেশী ভারতসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা জোরদার হওয়ায় তারা এর সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছে। কিন্তু বাংলাদেশ এক্ষেত্রে পিছিয়ে রইল কেন? দেশ বিভাগের পর থেকে কোন সরকারই এই বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করেনি। স্বাধীনতার পর নতুন সংবিধানে জনগণকে প্রজাতন্ত্রের মালিক করার যে অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছিল, তাও বাস্তবায়িত হয়নি উপর্যুপরি সামরিক শাসন ও জনগণের কাছে শাসকদের জবাবদিহিতা না থাকার কারণে। যদিও সামরিক শাসক এরশাদ সমস্যাটি কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছিলেন এবং তিনি উপজেলা ব্যবস্থা কায়েম করে কিছু কিছু বিষয় উপজেলার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

প্রশাসনিক সংস্কার নিয়ে যারা উচ্চবাচ্য করেন তাদের মধ্যে একাংশ অতি দ্রুত প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ কাজ এগিয়ে নেয়ার পক্ষপাতী। এক্ষেত্রে বাস্তব কি সমস্যা হতে পারে গৃহীত পদক্ষেপটি জনগণের কতটুকু উপকারে আসবে সে বিষয়টি চিন্তা করছে না। রাষ্ট্রপতি এ ধরনের তড়িঘড়ি পদক্ষেপের পরিণাম সম্পর্কেই সাবধান করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় কথা হলো প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ একবছর বা দুবছরের বিষয় নয়। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এতদিন যেহেতু এক্ষেত্রে কোন কাজ হয়নি, সেহেতু কাজটি হাতে নেয়ার আগে এর ভালমন্দ সবকিছু বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য হলো--অনেক কথার ফুলঝুরি ছড়ানো হয়েছে। জনগণকে চার স্তর তিন স্তরের প্রশাসনের খোয়াব দেখানো হয়েছে, কিন্তু সেসব এখনও কাগজপত্রে সীমাবদ্ধ। বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত ইউনিয়ন পরিষদের বাইরে প্রশাসনের স্থানীয় কাঠামো বলতে কিছু নেই। এরশাদ আমলে যে উপজেলা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল বিকল্প কিছু না করে বিএনপি আমলে সেটিও বাতিল করে দেয়া হয়। বিএনপির পাঁচ বছরে এ ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন ছাড়া কোন কাজই হয়নি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে প্রশাসনিক সংস্কারকে এগিয়ে নেয়ার উদ্যোগ নিলে সর্বমহলে তা প্রশংসিত হয়। কিন্তু বিগত তিন বছর গণপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের ঘন ঘন চেয়ারম্যান বদল ও কতিপয় সুপারিশ ছাড়া এক্ষেত্রে বাস্তব কোন অগ্রগতি হয়নি। উপজেলা পরিষদ বিল পাস হলেও নির্বাচন এখনও বাকি। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও সংস্কারের ক্ষেত্রে আর লম্বা বক্তৃতা নয়, বাস্তবে কিছু কাজ শুরু করুন। তাতেই জনগণ আশ্বস্ত হবে।